International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

Rupmadhuri – A Collection of Love Poems-II

- **Parthiva Sinha, Bankura Sammillani College, West Bengal**

পড়ে রইল কাজ

দিবস গেল সন্ধ্যা নামল রইল অনেক কাজ,

সকল কাজই শেষ করব ভেবে ছিলাম আজ।

শেষ করতে পারিনি কো কাজ ছিল যত,

দিবস শেষে সন্ধ্যা নামল আবার আগের মত।

এভাবেই তো কাটছে দিবস নামছে রোজ রজনী,

কাজ না করেই চাইছি আমি রত্ন স্বর্ণ খনি।

ভেবেছিলাম এমনি করেই হব মহারাজ,

দিবস গেল সন্ধ্য নামল রইল পড়ে কাজ।

বিবেক আমার হৃদয় মাঝে করছে কষাঘাত,

নিজেই মাঝে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলছে প্রতিবাদ।

তবুও আমি বসে বসে কাটিয়ে দিলাম আজ,

দিবস গেল সন্ধ্যা নামল রইল অনেক কাজ।

পড়ে রইল সমস্ত কাজ ঠিক আগের মত,

এমনি ভাবেই দিন মাস বছর হচ্ছে গত।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

যাব না ছাড়ি

তোর সাথে আমি এই তো সবে করেছি প্রেমের শুরু,

এরই মধ্যে কেন বিরহের বীণা বাজে গুরু গুরু!

এই তো সবে ফুটেছে কাননে সামান্য কিছু ফুল,

প্রবল ঝড়ে প্রেমের কানন হবে না তো নির্মূল?

ভয় লাগে রাণী, হারাতে চাই না, রাখব বুকে ধরে,

অলক্ষ্যে থেকে কে যেন আমাকে চাইছে নিতে কেড়ে।

বাগানের যত ফুলের শাখাতে ফুটেছে প্রেমের কুড়ি,

আমার প্রেম যে অতি পবিত্র, নেই তার কোনো জুড়ি।

তবু ভয় পাই, কে যেন আমায় বলে যায় ইশারায়,

সব কিছু ছেড়ে আমার বুকেতে আয় খোকা চলে আয়।

তার ডাক বড় বিচিত্র রে রাণী, বড় বিচিত্র লাগে,

এমন ডাক তো শুনিনি কখনো, ত্রিভুবনে এর আগে!

সে যেন বলছে, "আমার বাগানে ফুটেছে অনেক ফুল",

কি হবে এখানে মিছে মিছি ভেবে, এখানে যে সব ভুল!

তাঁর আহ্বানে বুকে জাগে ক্ষুধা, যেন সে আমার মাতা,

বলে, "আমার বাগান ফুলে ফলে ভরা, চিরহরিৎ পাতা "।

তাঁর বুক যেন অতৃপ্ত খালি, জাগে সন্তান ক্ষুধা,

বার বার বলে, "আয় বেটা ঢেলে দেব রে অমৃত সুধা"।

কি করব রাণী? থাকব না যাব এ বসুধাকে ছাড়ি?

পান কি করব তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর অমৃত বারি?

দ্বন্দ্ব রয়েছে থাকব না যাব, তবুও এ কথা খাঁটি,

সোনার চেয়েও বেশি খাঁটি রাণী, জন্মভূমির মাটি।

তাই ছিলাম আছি থাকব এখানে, যাব না কখনো ছাড়ি,

তোরই প্রেমের আঁচলে থাকব, করিস না তুই আড়ি।

প্রথম বার্তা

তোকে ভালোবাসি, তোকে নিয়েই বাঁধব সুখের ঘর,

বিশ্বাস করে আমার হাতটা শক্ত করে ধর।

অনেক যত্নে আদর করে বেঁধে দেব তোর বেণী,

ললাট চুম্বে জড়িয়ে ধরে বলব সোনামণি,

"চল না আমরা ঘুরতে যাই আজানা কোনো গাঁয়ে"

প্রেমের গল্প করব অনেক বসবি আমার বাঁয়ে।

'আদিম প্রেমের ' প্রশ্ন করব তোকে আমি মহারাণী,

মিষ্টি হাসিতে বলবি আমাকে, "এত কি আমি জানি" !

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করব, উত্তর আমার চাই,

উত্তর না দিলে রাণী ,তোর যে মুক্তি নাই।

তোকে ভালোবাসি, তাই তোকে নিয়ে গাইব প্রেমের গান,

মুছে দেব আমি জাতি ধর্মের সব বাধা ব্যবধান।

কেউ ছোট নয় ,কেউ বড় নয়, সবাই সমান আজ,

ছোটো বড় করে ব্যবধান রচে , স্বার্থপর সমাজ।

'কোরান পুরান বাইবেল' পড়, পড়ে দেখ ত্রিপিটক,

বুঝে যাবি তুই সমাজ পতিরা কত জোচ্চর ঠগ।

সব কিছু ভুলে মন দিয়ে শোন হৃদয়ের আহ্বান,

আহ্বান শুনে দেখে নিবি রাণী জুড়াবে মন প্রাণ।

আজকে মানুষ অনেক এগিয়ে, পৌঁছে গিয়েছে চাঁদে,

এখনো আমরা আটকে থাকব জাতি ধর্মের ফাঁদে?

আমরা মানুষ সবাই সমান, সবাই সবার জ্ঞাতি,

আমাদের আজ এক পরিচয়, "আমরা মানব জাতি "।

ভালোবাসি

সারাদিন তোর সাথে কথা বলে তোর ধ্যান ভাঙিব না,

তোকে ভালোবেসে প্রিয়তমা আর নিশী আমি জাগিব না।

তুই বড় হবি, হবি মহারাণী, আমি তো ওটাই চাই,

তবু তোর সাথে সারাদিন আমি কেন কথা বলে যাই!

সব বুঝি আমি, তবু কথা বলি, জানি নারে একি নেশা,

হাসাহাসি করে, কেহ কেহ বলে এরই নাম ভালোবাসা।

তোকে এড়িয়ে, ক্লাসে না গিয়ে, ঘর থেকে বের হই,

চুপ চাপ আমি চারিদিক ঘুরি, মনে মনে কথা কই।

যে দিকে তাকাই দেখি সব যেন নিঝুম নিশ্চুপ,

সব কিছুতেই ফুটে ওঠে রাণী তোরই প্রেমের রূপ।

এতো সুন্দর স্নিগ্ধ মূর্তি দেখিনি রে আমি আগে,

প্রেম ভালোবাসা কেন এত জাগে তোর প্রতি অনুরাগে।

একা একা ঘুরে রাত হয়ে যায়, আকাশেতে চাঁদ ওঠে,

মনের গভীরে প্রেমের কাননে পূর্ণিমার আলো ফোটে।

আকাশের চাঁদ রাত জেগে ভাবে চাঁদনী ঘুমাবে কবে,

চাঁদনীও ভাবে চাঁদের সাথে সে শিঘ্র মিলিত হবে।

চাঁদকে চাঁদনী প্রশ্ন করে, "এটা প্রেম না আকর্ষণ",

চাঁদকে এখনো বুঝতে পারেনি চাঁদনীর অবুঝ মন।

চাঁদনীকে ভালোবেসে চাঁদের দিন যে কাটে না আর,

চাঁদনীকে ছেড়ে চাঁদের মন যে সদা করে হাহাকার।

চাঁদের আলোর মিষ্টতা জানি লাগে সবাকার চোখে,

চাঁদের দুঃখ জানবে না কেউ কোনোদিন তিন লোকে।

মানুষ করলি

জীবন টা আজ বড় বিচিত্র লাগে,

দুঃখে কষ্টে মন ভরে আবেগে,

তুই প্রথম বললি, "আমায় তুমি করবে তোমার রাণী"?

ভালোবেসে আমি করলাম গ্রহণ তোর প্রেমের সে বাণী,

হয়ে গেলি তুই আমার মনের রাণী।

বুঝিনি এত অল্প সময়ে কেটে যাবে সে নেশা,

ভালোবাসি খুব , তাই তো করিনি এমনটা প্রত্যাশা।

প্রতিটি রজনী গিয়েছে যে কেটে নানা কথাবার্তাতে,

তোকে রাণী বলে আদর করেছি প্রতিটি সুপ্রভাতে।

নিজের বলে ভাবলে পরে অধিকার জন্মায়,

জীবনের যত সুখ দুঃখ তাকে সব বলা যায়।

আমি বুঝিনি কখনো বুঝতে চাইনি সবার সীমানা আছে,

সীমানা ছাড়ালে সবই হারায়, যেতে পারে সব মুছে।

আমি প্রশ্ন করেছি,"তুই কি ভার্জিন"? বড় অন্যায় জানি,

তবু ক্ষমা করে তুই শিক্ষা দিলি, মানুষ করলি রাণী।

একদিনে তুই বুঝিয়ে দিলি তুই যে সেরার সেরা,

তুই ছাড়া যে আমার জীবন অন্ধকারে ভরা।

আমার রিসার্চ পেপার 'পাবলিসড ' হয়েছে সুদূর গ্রেট ব্রিটেনে,

কবিতা পড়েই এই কথ খানি ভাসবে রে তোর মনে।

কাছে নাই তবু তোর ও চরণে হৃদয় পড়েছে লুটি,

প্রেমের গোলাপ প্রণাম হয়ে ও চরণে উঠেছে ফুটি।

তুই

তোর জন্যই হৃদয় আজকে যন্ত্রণা তে ভার,

তুই যে আমার প্রাণের প্রিয়া, একান্ত আমার।

চুরি করে মন নিয়েছিস, ফিরিয়ে দে এবার,

এমনি ভাবে মনকে চুরির কি ছিল দরকার?

তোকে আমি পরাতে চাই প্রেমের মোতিহার,

তুই ছাড়া যে জীবন আমার ঘন অন্ধকার।

তুই যে আমার প্রেমের দীঘির শীতল স্বচ্ছ জল,

তোর মাঝে আজ ফুটুক না রে খুশির নীলোৎপল।

প্রেমের দীঘির উতলা ঢেউ দিচ্ছে কেন ঘা!

অভিমানী রাধার মত ধরাবি কি পা?

ভালোবেসে রাখব তোকে বুকের মাঝে ধরে,

স্রষ্টা ছাড়া কার ক্ষমতা তোকে দূরে করে।

এতো ভালোবেসেও আমার গুমরে থাকে মন,

চাই যে আমি সর্বদা তোর একটু পরশন।

মনের মাঝে ঝড় উঠেছে দুলছে ফুলের বন,

চাইছি তোকে কাছে পেতে আমি সর্বক্ষণ।

তোর কথা ভেবে ভেবে সকাল বিকাল যায়,

নূপুন পরে রাণী হয়ে আমার ঘরে আয়।

আমার থেকে সরে কদিন থাকবি তফাতে?

আদর করে গুঁজব গোলাপ তোরই খোঁপাতে।

তোর খোঁপার গন্ধে আমি মাতাল হব জানি,

মাতাল হয়ে জড়িয়ে আদর করব মহারাণী।

খোঁপায় দেব প্রেমের গোলাপ কানে পার্শি দুল,

জড়িয়ে ধরে করতে আদর, করব না রে ভুল।

তোর কোলেতে মাথা রেখে শুব যখন আমি,

চুমু খেয়ে আদর করে বলবি, "প্রাণের স্বামী"।

এরই নাম প্রেম

তোর সাথে কথা বলে বেড়ে যাচ্ছে মনের ক্ষুধা,

ভালোবেসে মাখব গায়ে তোর প্রেমের সোহাগ সুধা।

স্বর্গ আমি রচব হেথা থাকলে তুই আমার সাথে,

তুই ছাড়া যে বড় একা, দুঃখ বাড়ে দিনে রাতে।

তোর হাত ধরে ঘুরতে চাই যে, বুঝলি না তুই সর্বনাশী,

কত আমি সোহাগ করি, কত তোকে ভালোবাসি।

ভালোবাসি সোহাগ করি তোকে পাওয়ার তৃষ্ণা জাগে,

আমার ভূবন ভরুক না তোর ভালোবাসার অনুরাগে।

আমায় ছেড়ে থাকিস রে তুই কোন সুদূরে অচীনপুরে?

তোকে ছাড়া বড় একা, আর যে হৃদয় থাকতে নারে।

জানি রে তোর মনে আছে আমার প্রতি ভালোবাসা,

তোকে নিয়ে বাঁধব আমি প্রেমের একটা ছোট্ট বাসা।

সেই বাসাতে করব আদর তোকে আমার বক্ষে চেপে,

আমার প্রেম আর ভালোবাসায় এই ত্রিভূবণ উঠবে কেঁপে।

তোরই প্রেমের গভীর টানে বাড়ছে বুকে প্রেমের ক্ষুধা,

লক্ষ্মীছাড়ী দে না আমায় তোরই প্রেমের একটু সুধা।

পূজব আমরা একই সাথে এই পৃথিবীর প্রেম দেবতায়,

তোর প্রেম যে খাঁটি সোনা এ বিষয়ে সন্দেহ নাই৷

তৃষ্ণাতুর হয়ে আমি পান করব সুধা যত,

আদর করে সাজিয়ে তোকে রাখব আমি রাণীর মত।

যেদিন তুই চাইবি রাণী, আসবি আমার দরজা খোলা,

ভাবিস নে তুই কোনো দিনও আমার ঘরে বন্ধ তালা।

প্রেমের কুটির

তুই যে আমার প্রথম

তুই শেষ ভালোবাসা,

তোর সাথে আমি ঘর বাঁধব

এটাই মনের আশা।

তোকে দেখে আমি

ভাষা খুঁজে পাই ,

পাই যে স্বর্গ সুখ,

ভালোবাসি আমি

সব থেকে রাণী

তোর পবিত্র মুখ।

ভালোবাসি তোর মুখ কেন

এ প্রশ্ন জাগে কি মনে ?

ঐ মুখ দিয়ে প্রেমের গান

গেয়ে যাস যে গোপনে।

তাই তো আজকে তোর কথা ভাবি,

তোকে নিয়ে বাঁধি সুর,

বাঁধব প্রেমের ছোট্ট কুটির,

সেই দিন নয় দূর।

স্বর্গীয় প্রেম

মনের মধ্যে বাড়ে আনন্দ, ঘুচে যায় অবসাদ,

সবার প্রতি ভালোবাসা জাগে ভুলি ঝগড়া বিবাদ।

আজকে মনে লেগেছে এক স্বর্গীয় প্রেম জ্যোতি,

সবারই আমি মঙ্গল চাই, চাই না কাহারো ক্ষতি।

ভোরের আকাশে দেখলাম আমি, ছড়ানো সোনার আলো,

আকাশের বুকে প্রেমের ছবি, এভাবে কে এঁকে দিল?

আকাশের থেকে সেই আলো জ্যোতি ভরে দেয় মন প্রাণ,

হৃদয় তোকে ভালোবেসে রাণী গাইছে প্রেমের গান।

তোর ভালোবাসা স্বর্গীয় তাই ভরে যায় এ জীবন,

ভরসা রাখিস ছাড়ব না তোকে, তুই সবচেয়ে আপন।

ঘুরে ফিরে দেখি প্রকৃতির রূপ, ভরে যায় মন প্রাণ,

ফুলের মাঝেতে খুঁজে পাই রাণী তোর শরীরের ঘ্রাণ।

স্বর্গীয় এই প্রেম যে আমার তরঙ্গবিহীন,

কোনোভাবে তাই আমার এ প্রেম হবে না কো বিলীন।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে তোর পানে মন ছোটে,

আমার হৃদয় মন্দাকিনীতে প্রেমের পদ্ম ফোটে।

দুঃখের মেঘ কেটে গেছে প্রিয়া, আকাশ হয়েছে লাল,

সিঁদুর মেখে খেলছে দেখো কৃষ্ণচূড়ার ডাল।

পলাশ ডালেও আজকে দেখো ফাগুন দোলা দেয়,

শিমূল ফুলও কার সোহাগ হৃদয় ঢেলে নেয়।

তোমায় নিয়ে ভাবতে ভাবতে রাত্রি হয়েছে ভোর,

প্রভাত বাতাস বলছে আমায় খোলরে খোল দোর।

প্রেমের সুরে বলছে ফাগুন ফুরালো দুখের রাত,

তোমার প্রিয়া এসেছে তোমায় জানাতে সুপ্রভাত।

প্রভাত রবি পূব আকাশে মিষ্টি হাসি হাসে,

নক্সী কাঁথা কে বিছালো সবুজ ঘাসে ঘাসে!

কার প্রেমে আজ মনের মধ্যে ফাগুন হাওয়া বয়,

ফুলকলিদের গান শুনিয়ে পাখিরা কি কয়!

এ প্রেম যে স্বর্গীয় প্রিয়া, নেইকো দেহ হেথা,

হাতে হাত রেখে ঘুরবে প্রিয়া? বলবে প্রেমের কথা?

প্রেমিক কবি

আজকে যেন মন আকাশে হাজার তারা ফুটল গো,

প্রেমের বাগের ফুল গুলিতে অলি এসে জুটল গো।

ফুলগুলি আজ ওলির সাথে গাইছে যেন গান,

সে গান শুনে প্রেমিক কবির জুড়িয়ে গেল প্রাণ।

গানের সুরে শোনাই ওলি এ কার নতুন বাণী,

গানের ভাষা লিখেছে কি কবির মহারাণী?

গানের সুর আর ছন্দে কবি হারিয়ে ফেলে ভাষা,

মহারাণীর কথা ভেবে, বাড়ে যে পিপাসা।

ফুলের বাগে বসে কবি চুমে বসুমতী,

ফুলগুলি সব উঠল রেঙে, বাড়ল যেন জ্যোতি।

প্রথম ভালোবাসা

তোর সাথে কথা বলতে ভালো লাগে রাণী,

যদিও তুই ভীষণ অভিমানী।

তোর সাথে ঝগড়া করেই কাটল সারা রাত,

ফুটল আলো, এবার আমায় বল না সুপ্রভাত।

ঝগড়া ঝাটি সবারই হয় জানি,

কেউ কি তা মনে রাখে রাণী!

ঝগড়া কেন হবে না তুই বল?

মাঝে মাঝে করিস যে তুই ছল।

একটা কথা শুনতে খারাপ লাগে,

সেই কথাটা বলিস কেন রাগে?

আবার যদি এমন কথা বলবি লক্ষ্মীছাড়ি,

রেগে গিয়ে বলব তোকে আড়ি আড়ি আড়ি।

রাগ করলেও ছাড়ব নাকো , তুই শুধু আমার,

এ ব্যাপারে কোনো মতেই পাবি না তুই ছাড়।

কারণ, তুই প্রথম তুই শেষ আমার ভালোবাসা,

তোকে নিয়েই ঘর বাঁধব, এটাই আমার আশা।

মহারাণী

যৌবনে পদার্পন করেও একা একা ঘুরি,

হাজার খুঁজেও পাইনি কোনো মনের মত নারী।

যাকেই মনে একটু ধরে শোনাই প্রেমের বাণী,

ভালোবেসে বলি, "তুই হবি আমার রাণী " ?

সাদামাটা চেহারা আর মাথায় ছোটো চুল,

আমার প্রেমে পড়ে কি কেউ করতে চাইবে ভুল!

অবশেষে তুই যে এলি, ধরলি আমার হাত,

বললি, "ছাড়বি না তো, সারা জীবন দিবি তো তুই সাথ"?

তোর ভাষা শ্রবণ করে ধন্য হলাম আমি,

আজকে আমি কত খুশি জানেন অন্তর্যামী।

বুঝলাম আজ প্রেমের ভাষায় বাড়ে মনে সুখ,

তোর জন্যই লিখে দিলাম, "পার্থিবের বুক"।

এই বুকেতে মাথা রেখে থাকবি চরম সুখে,

সোহাগ ভরে প্রেমের কথা বলব আমি মুখে।

তুই শোনালি আমাকে আজ প্রেমের সত্য বাণী,

আমার কাছে তুই যে সেরা," আমার মহারাণী "।

বসন্ত

বসন্ত আজ এসেছে বাগানে দেখবি আয়,

সোনা রোদ আজ ঝরছে নতুন ফুল পাতায়।

পলাশ ফুলে কে আগুন রঙ রাঙিয়ে যায়,

কৃষ্ণচূড়ার কচি পাতাগুলি কি গান গায়!

ফাগুন বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার কাঁপে পাতা ,

শিমূল গাছে শুধু ফুল আছে নেই পাতা।

পলাশের ডালে বসে পাখিগুলো কি গান গায়!

শিমূল ফুলে হাজার পাখি মধু যে খায়।

নবযৌবনে বসন্ত যেন এসেছে আজ,

মধুকরেরা ফুলে ফুলে ঘোরে নেইকো লাজ।

নীলাকাশ যেন নীল সমুদ্র নেইকো তল,

মেঘ যেন ভেসে ভেসে যাওয়া শৈবালের দল।

নীল আকাশে সাদা মেঘ গুলি ভেসে বেড়ায়,

নীরব চলেছে আকাশেতে ভেসে কথা যে নাই৷

পৃথিবীর বুক সবুজে সবুজ দীগন্ত ব্যাপী বিছানা তার,

লতা গুন্মের তৈরী বিছানা নক্সী কাঁথা রূপকথার।

গ্রীষ্ম

বসন্তের পর গ্রীষ্ম এসে দেখায় রুদ্র রূপ,

হারিয়ে গেল ফুলের কলি, হারালো যে মধুপ।

গ্রীষ্ম দুপুরে সূর্য থেকে উষ্ণতা নামে মাঠে,

লোকজন আজ নেইগো কোথাও গ্রামের রাস্তাঘাটে।

বাহারী ফুল নেইগো, শুধু নিমফুলের মেলা,

তবুও কিন্তু খুব মনোরম গ্রীষ্ম সন্ধ্যাবেলা।

শুকনো পুকুর নেইকো তাতে মাছ,

দারুণ গরমে মরছে চারা গাছ,

প্রখর গ্রীষ্মে জলের অভাবে বন্যপ্রাণীকুল,

গাছপালা সব ঝিমিয়ে গেছে, নেইকো তাতে ফুল।

শহরের রাস্তাতে পিচ গলে হল জল,

গ্রীষ্মের গ্রাসে লোকজনহীন বন্ধ শপিংমল।

তবুও গ্রীষ্ম তোমার আমি করিনা নিন্দাবাদ,

তুমি না থাকলে পেতাম কি আর আম কাঁঠালের স্বাদ!

তুমিই কিন্তু বর্ষাকে ডাকো, দাও তাকে হাতছানি,

বর্ষা কি তোমার প্রিয়তমা? বর্ষা কি তোমার রাণী?

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

কনিষ্ঠা

শোনরে আমার প্রিয়তমা, শোনরে জীবন সাথী,

তোর কথা ভেবে আমি জেগে কাটাই রাতি।

জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত যত আশা,

তোকে দেখেই রূপ পেতে চায় জাগে ভালোবাসা।

কবে থেকে লিখছি আমি, নেই সে কথা মনে,

তুই শেখালি প্রেমের ভাষা, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

তোকে নিয়ে হৃদয় ওঠে মাতি,

তোকে আমি করতে চাই যে, আমার জীবন সাথী।

তোর জন্যই এই পৃথিবীতে আসব ফিরে ফিরে,

মনের যত স্বপ্ন আশা রূপ পাবে তোকে ঘিরে।

পরজন্মে তোকে আমি জিজ্ঞাসিব ধাম,

উত্তর শুনে বলব তোকে, "কনিষ্ঠা" তোর নাম?

একদিন

একদিন তুই ভাববি আমার কথা,

তোর স্মৃতিতে ভাসবে আমার মুখ,

আমার কথা ভাববি রে তুই জানি,

আবেগে তোর প্রাণ হবে উৎসুক।

তোর জন্যই লিখছি এ কবিতা,

আমি ছুঁতে পারিনি তোর প্রাণ,

দূরের থেকে ভালোবেসে গেছি,

তাইতো আমি পাইনি প্রতিদান।

প্রেমের মন্ত্র জানি না রে আমি,

নিষ্কলঙ্ক আমার শরীর মন,

অভিনয়ে বড়ই আমি কাঁচা,

তাইতো তুই হোসনি রে আপন৷

কি হবে আর এসব কথা ভেবে,

এগিয়ে যেতে হবে জীবন পথে,

জীবন যুদ্ধে জিততে আমায় হবেই,

উঠতে হবে জীবন স্বর্ণরথে।

সফলতা আসলে পরে জানি,

পাব আমি সেরার সেরা রাণী,

থাকবি রে তুই মনের গোপন ঘরে,

ভুলবো না রে তোকে কোন দিনই।

নারী

নারী সৌন্দর্য ভালো লাগে না কার?

জানি নারী, তুমি সৌন্দর্যে অপার।

তোমার শরীর সুধা দিয়ে জানি গড়া,

হৃদয় তোমার ভালোবাসায় মোড়া।

তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে চিরায়ত,

কত মহীমাতে নারী তুমি মন্ডিত।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

সৃষ্টির সেই অনাদী কাল হোতে,

পুরুষ চলেছে তোমার দেখানো পথে,

যখন ছিল না পিতার পরিচয়,

তখনো ছিলে স্বমহীমায় অক্ষয়।

জন্ম দিয়েছ বীর পুরুষ কত,

তোমার পায়েতে করেছে মাথা নত।

শিশুর চোখে পরিয়েছ স্নেহ কাজল,

কোথাও কখনো করনি তো তুমি ছল।

ধুয়িয়েছো তার শরীরের ধূলো মাটি,

মুখে দিয়েছে খাদ্য, দুধের বাটি।

কিছু পুরুষ লোভী আর শয়তান,

তোমাদের সাথে গড়েছে ব্যবধান।

নানা অজুহাতে করেছে অসম্মান,

তোমাকে দমিতে রচেছে কত বিধান।

তারা শয়তান, তারা বদমাস লোভী,

ফুলের বাগান উজাড় করে রচেছে সাহারা গোবী।

নারী তোমার কত মিষ্টি রূপ,

তুমি না থাকলে সৃষ্টি হোত চুপ।

"মাতা ভগ্নী ভার্যা " রূপে মেটাও তুমি সাধ,

ক্ষমা কর নারী পুরুষের যত ঘৃণ্য অপরাধ।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

তোর জন্য

তোকে আমি বাসি প্রিয়া ভালো,

তুই যে আমার অন্ধকারে আলো৷

তোকে নিয়ে জীবন সমুদ্রেতে,

ঘুরবো আমি পালতোলা নৌকোতে,

তোকে নিয়ে রচবো নতুন গান,

"প্রিয়তমা ", তুই যে আমার প্রাণ।

জানি জীবন সুখ দুঃখে ভরা,

কখনো বন্যা কখনো আবার খরা,

জীবন কখনো গেয়ে ওঠে প্রেম গান,

দুঃখে কখনো হয়ে যায় ম্রিয়মাণ৷

জীবনকে আমি জয় করব জানি,

তুই যদি হোস আমার মনের রাণী।

তোর জন্যই লিখনী পায় ভাষা,

তোকে নিয়ে বাঁচার বড় আশা,

তোর জন্যই এতো লড়াই করা,

হৃদয় মাঝে তাজমহল গড়া I

তোর জন্যই জীবন জেগে ওঠে,

সত্যি বলছি, মিথ্যে নয় রে মোটে।

তোর জন্যই জীবন ওঠে দুলে,

প্রেম সাগরে নতুন তুফান তোলে।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

প্রেম

প্রেমের শব্দ হারিয়ে কালের স্রোতে,

নীরব, বেঁচে আছি কোনো মতে।

যতবারই তোকে ভালোবাসি বলি,

অনিশ্চিত অন্ধকারে দিস আমাকে ঠেলি।

প্রেমের ভাষা সবার কি হয় এক ?

মনশ্চোখে হৃদয় দিয়ে দেখ,

তবেই আমায় বুঝতে পারবি জানি,

তোকে কত ভালোবাসি রাণী।

প্রেমের শব্দ হারায় প্রবলতা,

বুকের ভেতর জেগে ওঠে ব্যথা,

হারিয়ে যায় কর্মক্ষমতা যত,

ছাড়িনি তবু তোকে পাওয়ার ব্রত।

যে দিকে চায়, তোরই ছবি দেখি,

সব কিছু আজ নতুন করে শিখি,

আমাদের এই বিভিন্নতার মাঝে,

কান পেতে শোন, প্রেমের সুর বিরাজে।

অপেক্ষায়

তোর কথা ভেবে কেটে গেছে কত কাল,

পাইনি তো তোকে, ছাড়িনি কো তবু হাল।

মনের কথা যে কিভাবে প্রকাশ করি,

আমার চোখেতে তুই হলি সেরা নারী।

তোর শরীরের পেতে চাই আমি ঘ্রাণ,

তোকে কাছে পেতে উৎসুক মন প্রাণ।

তুই যে খুবই ভদ্র মেয়ে তা জানি,

তাই তো তুই আমার মনের রাণী।

নিটোল শরীর কালো আঁখি দুটি টানে,

তোকে দেখে আমি বুঝি জীবনের মানে।

আমার ভাষাতে আছে অশালীনতা,

তোর শরীরেও আছে বড় মাদকতা।

তোর কথা ভেবে পড়ে যাই মোহজালে,

সামনে বলিনা, ভালোবাসি তাই আড়ালে।

পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্না আলোর মত,

ভদ্র শান্ত এই প্রেম সংযত।

তোর কথা ভেবে দিন মাস বছর পেরিয়ে যাই,

মুখে না বললেও থাকলাম তোকে পাওয়ার অপেক্ষায়।

হারিয়ে যায়

পুরানো টা কেন হারিয়ে যায়

ফেরে না কেন আর!

সবই কেন নতুন হয়?

বিচিত্র সংসার!

আধুনিকতার ছোঁয়া চারিদিকে

সংস্কার গেছে টুটে,

সংস্কার কি সোজা হে বন্ধু

সভার ভাগ্যে জোটে!

পুরানো আজকে হারিয়ে গিয়েছে

লেগেছে নতুন ছোঁয়া,

কি হবে আর পুরানো কে ভেবে

তাকে তো যাবে না পাওয়া।

পুরানোর স্থলে নতুন ইমারত

শক্তভাবে খাড়া,

গাছপালা হীন চারিদিক

যেন হাসছে মরু সাহারা।

পুরানো বন্ধু পুরানো জগৎ

সবই যে হারিয়ে যায়,

নদী তার গতি হারিয়ে যেমন

মিশে যায় মোহনায়।

ভক্তি শ্রদ্ধা ভয় ডর লাজ

শ্রদ্ধাতে ভরা মন,

হারিয়েছে সব তার স্থলে দেখি

উগ্রতা যৌবন।

পুরাতন গান পুরাতন সুর

সবই যে হারিয়ে যায়,

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

পপ র‍্যাপ আর উগ্রতা সুর

তার স্থলে শোভা পায়।

তুই

আজকে তোকে লাগছে খুবই ভালো,

তুই যে আমার অন্ধকারে আলো।

তুই যে আমার গোলাপ ফুলের মত,

বাড়াস নে তুই আমার মনে ক্ষত।

কত রকম প্রেমের ছবি মনে,

পাল্টে যাচ্ছে সবই ক্ষণে ক্ষণে।

তবুও আমি তোকে ভালোবাসি,

মন আকাশে তুই যে প্রেমের শশী।

সব দিন কি আমরা এমন রব,

একদিন তো আমরা বুড়ো হব।

সেদিন তুই বুঝবি আমার বাণী,

এখন এসব বুঝবি না রে রাণী।

সময় থাকতে সবাই কি আর জানে,

"প্রেম প্রীতি ভালোবাসা" র মানে।

প্রেমের গল্প

মন চাইছে তোকে আমি

একটু ভালোবাসি,

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

তোর কোলেতে রেখে মাথা

একটু মিষ্টি হাসি।

তোকে নিয়ে যাব আমি

সাগর গিরি চূড়ে,

প্রকৃতিকে নতুন করে

দেখব ঘুরে ঘুরে।

দূর থেকেই তুই যে আমার

হৃদয় করলি চুরি,

তোর মত দুষ্টু মেয়ের

হয়না কোনো জুড়ি।

এই গ্রীষ্মের প্রখর রোদে

গৃহবন্দী থাকি,

তোরই কথা ভাবে হৃদয়

নিদ্রাহীন আঁখি।

কল্পনাতে তোকে নিয়েই

সাজাই প্রেমের ঘর,

সত্যি তো তুই আমার হবি?

হবি না তো পর?

তোকে ভালোবাসি, কারণ

তুই যে একটু ভিন্ন,

আমার মনের মণিকোঠায়

তুই চির অনন্য।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

তোর সামান্য ভালোবাসায়

হবো আমি ধন্য,

তুই না থাকলে আমি হবো

সবার থেকে ভিন্ন।

চাই না বেশি অল্পে খুশি

ভালোবাসা চাই স্বল্প,

তোকে নিয়েই হোক রচিত

আমার প্রেমের গল্প।

<u>প্রেম করা বারণ</u>

তোর সাথে কথা বলতে চাইছে আমার মন,

বুদ্ধিমতী শান্ত অতি প্রাণের আপন জন।

কবিতাতে তুই বললেও, তুমিই আমার প্রাণ,

তুমি বলেই ডাকবো তোকে, তুমিই আমার জান।

একই সাথে পড়ি আমরা, ইচ্ছে গুলোও এক,

ভালোবাসি বলতে নারি, হৃদয় দিয়ে দেখ।

কত কিছু হচ্ছে জমা এই হৃদয়ের মাঝে,

হৃদয় যাদের আছে তারাই, হৃদয় দিয়ে বোঝে।

চাইলেই কি মনের ইচ্ছে হয় প্রিয়া পূরণ?

ভালোবাসি বলতে মানা, "প্রেম করা বারণ "।

তাই প্রেমের ইচ্ছে লুকিয়ে থাকুক, হৃদয়ের এক কোণে,

তুই চাইলেই বুঝতে পারবি, আমার কথার মানে।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

ভালোবেসে না পেলে তোকে, কোনো ক্ষতি নাই,

সব ফুল কি প্রিয় দেবতার চরণ স্পর্শ পায়?

কল্পনা

অজানিতা, তোমায় ভেবে আঁকি আমি ছবি,

শিল্পীও নই, লেখক তো নই, নই গো আমি কবি,

তবুও আমি কল্পনাতে আঁকি তোমার ছবি।

আমার কল্পলোকে ভাসে কত রকম মানুষ,

সবাই যেন নিজের মত, এক এক রঙিন ফানুস।

কল্পলোকে দেখি আমি কত রকম মুখ,

তৃপ্তি পাই তাদের দেখে বাড়ে মনে সুখ।

রং বাহারি পোষাক পরে, সাজিয়ে রূপের ডালি,

দূরের থেকে দেখি তাদের শূন্য মনে খালি।

তাদের নিয়ে ছবি এঁকে পাই যে খুবই সুখ,

জল ছবিতে রং বোলাতেই ভাসে যে তোর মুখ।

সরল মতি, ভদ্র অতি, শ্যামলা বরণ তুই,

তুই যে আমার প্রেমের বাগে মিষ্টি ফুল যুঁই।

স্বপ্ন হয়েই থাক না রে তুই, আমার মনের কোণে,

"ভালোবাসি" বলতে পারব না রে,আমি এ জীবনে।

মনের আকাশে

আজকে আমার মনের আকাশে

কত কিছু করে খেলা,

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

সেই সব কিছু নিয়ে মোর মন

মেতে রয় দুই বেলা।

মনের আকাশে দেখি

পূর্ণিমা চাঁদ হাসে ,

চাঁদ তারকারা করে কত খেলা

পাশাপাশি এক আকাশে।

মনের আকাশে চাঁদে

লাগে কখনো গ্রহণ,

দুখ্ সন্তাপ ভুলে

কখনো খুশি এ মন।

মনের আকাশে চাঁদ

কখনো হারিয়ে যায়,

পূর্ণ চন্দ্র রূপে

ফেরে সে পূর্ণিমায়।

এইভাবে মোর মনে

কে যে দেন এতো দোলা,

বুঝতে নারি গো প্রভু

কি তোমার লীলাখেলা।

<u>সময়</u>

সময় কখনো হারায় না প্রিয়া,

হয়ে যায় শুধু গত,

সময়ের হাত ধরেই আসে

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

বন্ধু তোমার মত।

সে বন্ধু কখনো প্রিয়তমা হয়

কখনো মাতা ভগিনী,

সময় কখনো কষাই

আবার সময় কখনো গুণী।

সম্পর্ক বড় বিচিত্র প্রিয়া

বদলায় ক্ষণে ক্ষণে,

কখনো আঘাত করে আবার

ভালোবাসে প্রিয়জনে।

ভুল আর ঠিক নিয়েই তো প্রিয়া

মোদের জীবন গড়া,

অন্ধকারটা কালো বলেই

আলোর কদর করা।

মনটা মোদের ভঙ্গুর বড়

স্বচ্ছ কাচের মতো,

মান অভিমান সব ভুলে

সত্যকে কর স্বাগত।

সর্বশেষে বলি তোমায়

জীবন মোদের অল্প,

মান অভিমান, প্রেম ভালোবাসা

সবই আছে হেথা অল্প।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

তুই সেরা

শ্যামলা বরণ গায়ের রং, মিষ্টি তোর হাসি,

সত্যি বলছি বান্ধবী আমি তোকেই ভালোবাসি।

কল্পনাতে তোকে নিয়ে বাঁধি প্রেমের ঘর,

ভালোবাসার সেই ঘরেতে নেই তো কেহ পর।

আজকে আবার ভাসছে চোখে তোর মুখের ছবি,

তোকে নিয়ে লিখতে গিয়ে হলাম ব্যর্থ কবি।

ভালোবাসি বলব বলে কাটল চার বছর ,

আজও তুই দূরে সরে ! রয়ে গেলি পর!

চার বছর পর অনেক কথা হল তোর সাথে,

সেলফোনটাকে মনে হল "জান্নাত " আজ হাতে।

আমার কাছে তুই হলি ইউনিভার্সিটির সেরা,

জানি আমার কথার নিন্দা করবে নিন্দুকেরা।

তোকে যদি ইউনিভার্সিটি দেয় প্রথম স্থান,

তাতে কি আর কমে যাবে ইউনিভার্সিটির মান!

ভার্সিটির মান কমবে নারে, তুই সেরা হবি জানি,

ইউনিভার্সিটিতে আছেন যাঁরা, সবাই জ্ঞানি গুণি।

ওখানের সব স্যাররা জানি প্রকৃত শিক্ষাদাতা,

সেরা হয়ে আমরা করব উচ্চে সবার মাথা।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

হৃদয়ে আঘাত

হৃদয়ে আঘাত লাগলে প্রিয়া

নয়নে অশ্রু ঝরে,

আগোছালো ভাষা কবিতা আকারে

ফুল হয়ে ঝরে পড়ে।

এমন আঘাত লাগলে প্রিয়া

যদি ভাষা রূপ পায়,

লাগুক আঘাত নতুন করে

তাতে কোনো ক্ষতি নাই।

হারানো দিন

গত রাত্রে স্বপ্নে এলো

হারানো ছোট্ট বেলা,

তোর সাথে হাত ধরে

করছি আমি খেলা।

ছোট্ট বেলায় ফিরে গিয়ে

মনে হয়, আবার খেলি,

দিন গুলো সব হারিয়ে গেল

তুইও কোথায় গেলি?

মনটা আবার আগের মত

ছোট্ট বেলায় ধায়,

হারিয়ে গেছে ছোট্ট বেলা

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

তোকেও পাওয়া দায়!

প্রেম করা মানা

প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই বলব "ভালোবাসি ",

এ ব্যাপারে আমি যে খুব ঈশ্বর বিশ্বাসী।

জানি, ঐশ্বরিক প্রেম অনুভূতি স্বর্গে রচিত হয়,

সেই প্রেমই সুন্দর, যার হয় না কখনো ক্ষয়।

তোকে একটু ভালোবাসি, বলতে লাগে লাজ,

মনের মধ্যে বাড়ছে দ্বন্দ্ব, ভয় করি সমাজ।

তবুও তোকে বলছি আজ, তুই যে প্রিয়তমা,

আমার যত সুখ স্বপ্ন, তোর মধ্যেই জমা।

সরল পথে চলি আমি জানি না রে অভিনয়,

ভালোবাসা পাওয়ার আগেই, হারাবার কষ্ট হয়।

এ সব কথা চিন্তা করলেই বাড়ে মনে ক্ষত,

মনে ভাবি তোর থেকেই, আসবে আঘাত যত।

যদিও আমার হৃদয় মাঝে তোরই আনাগোনা,

তবুও প্রেম করব না রে, প্রেম করা যে মানা।

ভালোবাসি

সে দিন রাতেও আজের মত ছিল শ্রাবণ ধারা,

তোকে ডেকে ব্যর্থ আমি, পাইনি রে তোর সাড়া।

সেদিনও আমি চেয়েছিলাম দেখতে তোর মুখ,

চেয়েছিলাম তোর কাছে রে, চরম তৃপ্তি সুখ।

ভেবেছিলাম শ্রাবণ ধারায় ভিজব দুইজনাতে,

জড়িয়ে ধরে রাখব আমার হাতটি তোর হাতে,

ভালোবাসি বলতে আমি পারিনি তো মুখে,

সৌদামিনী আঁকে ছবি শ্রাবণ মেঘের বুকে।

সেই ছবিটা দেখেই আমার হৃদয় ভরে যায়,

একবার তুই মেঘের থেকে ধরায় নেমে আয়।

শ্রাবণ মেঘ দলে দলে আকাশ গাঙে ভাসে,

মেঘের গায়ে সৌদমিনী তোর মতনই হাসে।

মাঝে মাঝে শুনি আমি বাজের অট্ট হাসি,

ভয় পাই না, তবুও আমি তোকেই ভালোবাসি।

আজ বৃন্দাবনে

আজ বৃন্দাবনে নেইকো শ্রী রাধা,

নেই সেথা বনমালী,

বৃন্দাবন যে শূন্য আজকে

কে খেলবে সেথা হোলি ?

আমিও চেয়েছি প্রভুর সাথে

হোক শ্রীরাধার মিলন,

চির বসন্ত থাকুক বসুধা

চলুক প্রেমের ঝুলন।

বিধাতার চেয়েও নিঠুর হে সখা

তার কলমের কালি,

রাধাকে হারিয়ে আজ বড় একা

আমার বনমালী।

কৃষ্ণের হাসি দেখেছে সবাই

কান্না দেখেনি কেউ,

তার অশ্রু হয়ে বয়ে চলে

নীলাচলের ঢেউ।

মর্ত মানবীর চোখ মুখ দেয়

কত প্রেম হাতছানি,

রাধার মত পবিত্র প্রেম

কেউ পাবে না তা জানি।

রাধা

যতবার রাধা জন্ম নিয়েছে

এই ধরাধাম মাঝে,

কৃষ্ণের লাগি কেঁদে কেঁদে

তার জীবন যে কেটে গেছে।

হয়নি মিলন রাধাকৃষ্ণের

হবে না তা আমি জানি,

তবুও কিন্তু তাদের কে আমি

প্রেমের দেবতা মানি।

তাদের প্রেম যে বড় পবিত্র

আজকের মত নয়,

ভক্তি প্রেমের বর্ণনা কি

ভাষাতে ব্যক্ত হয় !

আমার কৃষ্ণ প্রেমের ঠাকুর

রাধা বড় অভিমানী,

এ ধরাধামে কখনো তাদের

মিলন হবে না জানি।

মানবতা

বিশ্ব যখন ছিল মহা মৃত্যুর আগ্রাসে,

মানব সমাজ ছিল যখন কোভিডের মহাত্রাসে,

সবাই তখন ভাবতো সবার কথা।

সবার প্রতি ছিল তখন অদ্ভুত এক টান ,

বিশ্ব মানব গেয়েছিল মানবতার গান,

সারা বিশ্ব এক হয়ে দেখিয়েছিল মানবতা।

ক্রমে ক্রমে মারণ ব্যধি হয়ে এলো ক্ষীণ,

কাটতে থাকল পৃথিবীর বুকে নেমে আসা দুর্দিন,

সবাই ভাবল বাঁচল বসুমাতা।

এর পরই শুরু হল ক্ষমতার আস্ফালন,

বাইডেন আর পুতিন চাইলেন আবার মহারণ,

জেগে উঠল নতুন করে আবার বর্বরতা I

ক্রিমিয়ার জেদী জোকার রাষ্ট্র নেতা,

হোতে চাইলেন ন্যাটোর নতুন হোতা,

'স্বপ্নে ' ধরলেন আমেরিকার হাত।

আমেরিকা চিরদিনই বেইমান,

মুখে শোনাল সাহায্যের ফরমান,

রাশিয়ার বিরুদ্ধে বলল শুধু অবরোধের বাত৷

সুচতুর দেশ চীন ও পাকিস্তান,

গাইলো শুধু পুতিনের জয়গান,

নিজেদের মধ্যে চলল ফোনা ফোনি।

ভারত হল মানবতার দেশ,

কারো প্রতি নেই কোনো বিদ্বেষ,

নিরপেক্ষ থেকে শোনাল শান্তির বাণী।

যুদ্ধ মানে জীবন নিয়ে খেলা,

মানবতার প্রতি চরম অবহেলা,

যুদ্ধের ভেরী বন্ধ হোক আজ।

আকাশের থেকে কালো মেঘ কেটে যাক,

বারুদের যত গন্ধ বাতাসের থেকে সরে থাক,

পৃথিবী পরুক শান্তি আর নব বসন্তের তাজ।

মানব জাতি

মানব জাতি সবাই মোরা

এক তরণীর যাত্রী ,

স্বার্থ সুখে মজে রযেছি

আমরা দিবা রাত্রি।

আদর্শহীন হয়ে আমরা

ছুটছি স্বার্থের পিছু,

সত্য আজকে মিথ্যার কাছে

করছে মাথা নিচু।

সমাজপতির কাছে আমরা

কত কথা শুনি,

মিথ্যাবাদী নেতারা আজ

সবচেয়ে বড় গুণী।

সুপ্ত আশা

আজকে হঠাৎ প্রাণের পাখি

মিষ্টি সুরে উঠল ডাকি,

গোলাপ ফুলের ডালে।

উঠল যেন প্রিয়া হাসি,

বলল তোমায় ভালোবাসি,

ডালিম ফুলের লালে।

প্রিয়ার হাসি ভালোবাসি

বলতে পারি না প্রকাশি,

সুপ্ত থাকে ভাষা।

দেখি শুধু প্রিয়ার পানে,

মন উদাস হয়, পাখির গানে,

মেটে না পিপাসা।

জানি, মনের আশাগুলো

বন্দী থাকবে মনে,

ভালোবাসা পাব শুধু

পাখির মিষ্টি গানে।

বলতে ভারি ইচ্ছে করে,

তবু, বলব না গো প্রিয়া।

তোমায় দেখে পাগল হয়

আমার এ প্রাণ হিয়া।

কি হবে আর প্রকাশ করে

মনের এসব কথা,

জানি, কেউ বোঝে না গো

কারো মনের ব্যথা।

তাই, বন্দী থাকুক মনের আশা

সুপ্ত চির ঘুমে,

কিছু ইচ্ছে মুক্তি পাক

আকাশের নীল খামে।

আশা

সংসার রূপ এই সৌরজগতে

ঘুরছি আমি আপন কক্ষপথে,

ঘুরছি আমি একা অহরহ

নেইতো আমার কোনো উপগ্রহ।

বুধ শুক্র ছাড়া সবার উপগ্রহ আছে,

আমাদের এই সৌরজগৎ মাঝে।

কক্ষপথে চলছি একা একা,

পাইনি কোনো উপগ্রহের দেখা।

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

তুমি আমার উপগ্রহ হবে?

ভালোবেসে কক্ষে আমার রবে?

টানব তোমায় সদাই আমার পানে

গভীর প্রেম আর অভিকর্ষের টানে।

চাইব শুধু গভীর ভালোবাসা,

তোমার কাছে এই টুকু যে আশা।

লাল পেড়ে হলুদ শাড়ীতে

লাল পেড়ে হলুদ শাড়ীতে

ভীষণ সুন্দর লাগে প্রিয়া,

ঐ শাড়ীতে দেখলে তোমায়

ভরে আমার হৃদয় হিয়া।

তোমার হাতের রেশমী চুড়ি

দেখে ভরে আমার প্রাণ,

ভালো লাগে মাথার বেণী

খেয়ো না আর জর্দা পান।

তোমার মুখের মধুর হাসি

তোমার প্রতি বাড়ায় টান,

তোমার মিষ্টি মুখে কি আর

লাগবে ভালো জর্দা পান !

সুরমা কিমবা কাজল পরো

কপালে দাও যেমন টিপ,

ঘোমটা মাথায় হৃদয় কাড়ো

হাতে নিয়ে সাঁঝ প্রদীপ।

তোমায় দিতে সবই পারি

বলছো পুঁথির মালা চাই !

ভালো করেই জানি প্রিয়া

তুমিই আমার প্রেমের রাই।

ছল চাতুরী জানি না গো

আমি যে প্রিয়া ভীষণ বোকা,

আমায় ছেড়ে কোথায় যাবে?

পারবে করতে আমায় একা?

বুলবুলি তুই

বুলবুলি তুই গুলবাগিচায় গাস না রে আজ গান,

ফুলকলিরা ঘুমাক আজকে, করিস নে আহ্বান।

জানি, তোর কণ্ঠে আছে অনেক মধুর সুর,

তোর সুরের যাদু দোলা লাগায় প্রাণে যে ভরপুর।

তোর কণ্ঠ থেকে যখন শুনি মিষ্টি মধুর গান,

নতুন করে আবার আমার জেগে জেগে ওঠে প্রাণ।

তোর গানের যাদু ভাঙতে পারে আমার প্রিয়ার মান,

দেখনা আমার প্রিয়া কেমন করছে অভিমান।

আমার প্রিয়া শরৎ মেঘে ভাসে আকাশে,

আমার প্রিয়া সমুদ্রের নীল ঢেউ এ তে ভাসে।

আমার প্রিয়া সবার সেরা মিষ্টি হাসিমুখ,

আমার প্রিয়া দেয় যে আমায় চরম তৃপ্তি সুখ।

আমার প্রিয়া সুচরিতা দারুণ সুকেশী,

সরল মতি আমার প্রিয়া দারুণ রূপসী।

বুলবুলি তুই, প্রিয়াকে আজ শোনা নতুন গান,

রচবে যে গান আবার নতুন প্রেমের উপাখ্যান।